“বঙ্গবন্ধু স্কলার” নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান নির্দেশিকা, ২০২০

প্রধানমন্ত্রীর
শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
www.pmeat.gov.bd

নং-৩৭.২৪.০০০০.০০১.২২.০০২.১৮-৫৩

তারিখ: ১০ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

"বঙ্গবন্ধু স্কলার" নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান নির্দেশিকা, ২০২০

ভূমিকা:

উন্নত সমৃদ্ধ জাতি গঠনে, টেকসই উন্নয়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উদ্যোগে অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে দেশের মধ্যে সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর (Post Graduation) পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্কলার নির্বাচন ও স্কলারশিপ প্রদান করার লক্ষ্যে একটি নির্দেশিকার (guideline) প্রয়োজন হওয়ায় "বঙ্গবন্ধু স্কলার" নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হলো।

২.০ নামকরণ: এটি **"বঙ্গবন্ধু স্কলার" নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান নির্দেশিকা, ২০২০** নামে অভিহিত হবে।

৩.০ উদ্দেশ্য:

৩.১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষা ভাবনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ;
৩.২ অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদান;
৩.৩ সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্নাতকোত্তর শিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বিকশিত ফলাফল ও অর্জিত অভিজ্ঞতা পরবর্তী পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োগ করা;

৪.০ সংজ্ঞা:

৪.১ "মন্ত্রণালয়" বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বুঝাবে।
৪.২ "ফান্ড" বলতে "বঙ্গবন্ধু স্কলার" ফান্ডকে বুঝাবে।
৪.৩ "স্কলারশিপ" বলতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদত্ত "বঙ্গবন্ধু স্কলারশিপ"কে বুঝাবে।
৪.৪ "ট্রাস্ট" বলতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টকে বুঝাবে।
৪.৫ "কমিটি" বলতে-
(ক) 'বাছাই কমিটি' ও (খ) 'অ্যাওয়ার্ড কমিটি'কে বুঝাবে।
৪.৬ "বঙ্গবন্ধু স্কলার" বলতে স্কলারশিপ প্রাপ্ত মেধাবী শিক্ষার্থীকে বুঝাবে।
৪.৭ "শিক্ষার্থী" বলতে স্নাতকোত্তর শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থীকে বুঝাবে।
৪.৮ "অধিক্ষেত্র" বলতে দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ছাত্র-ছাত্রী'র অধ্যয়নরত ফ্যাকাল্টিকে বুঝাবে।

৫.০ স্কলারশিপের অধিক্ষেত্র (Faculty):

৫.১ সামাজিক বিজ্ঞান (Social Science);
৫.২ কলা ও মানবিক (Arts & Humanities);
৫.৩ ব্যবসায় শিক্ষা (Business Studies);
৫.৪ আইন (Law);
৫.৫ ভৌত বিজ্ঞান (Physical Science);
৫.৬ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (Engineering & Technology);
৫.৭ বিজ্ঞান (Science);
৫.৮ জীব বিজ্ঞান (Biological Science);
৫.৯ শিক্ষা ও উন্নয়ন (Education & Development);
৫.১০ চিকিৎসা (Medicine);
৫.১১ চারু কারু (Fine Arts);

৫.১২ কৃষি বিজ্ঞান (Agricultural Science);
৫.১৩ মাদরাসা শিক্ষা (Madrasha Education)।

আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর অধিক্ষেত্র নির্বিশেষে সর্বোচ্চ ৪০ (চল্লিশ) জন সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হবে। এর বিপরীতে বারো (১২) জন শিক্ষার্থীকে (মেয়ে ও ছেলে সমানসংখ্যক দেয়ার চেষ্টা করা হবে) চূড়ান্তভাবে "বঙ্গবন্ধু স্কলার" হিসেবে নির্বাচন এবং বৃত্তি প্রদান করা হবে।

৬.০ স্কলারশিপ প্রাপ্তির যোগ্যতা:

৬.১ স্নাতক/সমমান পর্যায়ে উত্তীর্ণসহ স্নাতকোত্তর শিক্ষায় সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত নিয়মিত শিক্ষার্থী "বঙ্গবন্ধু স্কলারশিপ" এর জন্য দরখাস্ত করতে পারবেন;

৬.২ বৃত্তির জন্য স্বীকৃত শিক্ষাবোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট/ডিগ্রীর মধ্যে ৩টিতেই প্রথম বিভাগ/শ্রেণি/সমমান থাকতে হবে অথবা এসএসসি ও এইচএসসি তে জিপিএ/সিজিপিএ ৫.০০ (স্কেল ৫.০০ এর ক্ষেত্রে) এবং স্নাতকে জিপিএ/সিজিপিএ ৩.৭০ (স্কেল ৪.০০ এর ক্ষেত্রে) থাকতে হবে;

৬.৩ সরকারের অন্য কোনো উৎস হতে স্কলারশিপপ্রাপ্ত নয় এমন শিক্ষার্থী; এবং

৬.৪ কোন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বিরোধী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কোন কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেলে বা নৈতিকভাবে অধ:পতন হলে বা ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিত হলে (দেশে/দেশের বাইরে) আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

৭.০ স্কলার নির্বাচন সংক্রান্ত কমিটিসমূহ:

৭.১ বাছাই কমিটি

ক্রম	বিস্তারিত বিবরণ	কমিটিতে পদবী
১.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	সভাপতি
২.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি (উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৩.	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি (উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৪.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি (উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৫.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের)	সদস্য
৬.	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
৭.	পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	সদস্য
৮.	উপ-পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	সদস্য-সচিব

৭.২ বাছাই কমিটির কার্যপরিধি: বাছাই কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীদের দাখিলকৃত আবেদন যাচাই/বাছাই, আবেদনের দ্বৈততা পরীক্ষাকরণ, তুলনামূলক বিবরণ প্রণয়ন করে বাছাইকৃত স্কলারদের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করে অ্যাওয়ার্ড কমিটির নিকট পেশ করবে।

৭.৩ অ্যাওয়ার্ড কমিটি

ক্রম	বিস্তারিত বিবরণ	কমিটিতে পদবী
১.	সিনিয়র সচিব/সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	মাদরাসা ও কারিগরি বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	মহাপরিচালক (সংশ্লিষ্ট), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
৬.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	সদস্য-সচিব

৭.৪ অ্যাওয়ার্ড কমিটি'র কার্যপরিধি: বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত শিক্ষার্থীদের থেকে সাক্ষাৎকার/উপস্থাপনা গ্রহণপূর্বক স্কলারশিপ প্রদানের জন্য চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করবে।

৭.৫ বাছাই কমিটি ও অ্যাওয়ার্ড কমিটি প্রয়োজনমত সভায় মিলিত হবে এবং প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে কোনো বিশেষজ্ঞকে কমিটি'র সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৮.০ বিজ্ঞাপন এবং আবেদন পদ্ধতি

তিন (০৩) টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক (১টি ইংরেজিসহ) পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু স্কলারশিপ' এর দরখাস্ত আহবান করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টসহ সকল মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর-দপ্তরসমূহের ওয়েবসাইটেও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। বিজ্ঞপ্তির কপি ব্যাপক প্রচারণার জন্য সকল সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হবে।

বাংলাদেশের সকল সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তির নিশ্চয়তা পেয়েছেন বা ভর্তিকৃত এমন শিক্ষার্থীগণ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের নির্ধারিত আবেদনপত্রে "বঙ্গবন্ধু স্কলারশিপ"র জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আবেদন করবেন। আবেদনপত্রের সাথে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, নম্বরপত্র ও এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাচিভমেন্ট'র সনদের সত্যায়িত অনুলিপি সংযোজন করতে হবে।

৯.০ বৃত্তি প্রদান পদ্ধতি:

মুজিববর্ষকালীণ যে কোনো সুবিধাজনক দিনে/ ভেন্যুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে "বঙ্গবন্ধু স্কলার" বৃত্তি প্রদান করা হবে। বৃত্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীকে এককালীন তিন (০৩) লক্ষ টাকার একাউন্ট পে চেক, ১টি সার্টিফিকেট ও ১টি ক্রেস্ট প্রদান করা হবে।

১০.০ বঙ্গবন্ধু বৃত্তি সংক্রান্ত বাজেট ব্যবস্থাপনা:

সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে ট্রাস্টে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে বৃত্তির অর্থের সংস্থান করা হবে। মোট ৫৫ (পঞ্চান্ন) লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হবে। ৩৯ (উনচল্লিশ) লক্ষ টাকার বৃত্তি প্রদান এবং বিজ্ঞাপন, প্রচার, ভেন্যু ভাড়া, আপ্যায়ন, সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট ও অন্যান্য আয়োজন সংক্রান্ত কাজে অবশিষ্ট ১৬ (ষোল) লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।

১১.০ স্কলার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি:

ক্রম:	বিষয়	নম্বর বন্টন
১.	স্নাতক/সমমান পরীক্ষার ফলাফল	১০০
২.	এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাচিভমেন্ট	২০
৩.	মৌখিক সাক্ষাৎকার	৩০
	মোট নম্বর:	১৫০

১২.০ আবেদনপত্র:

স্বতন্ত্রভাবে প্রণীত আবেদনপত্র প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ওয়েবসাইট (www.pmeat.gov.bd) থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

১৩.০ সংশোধনী:

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট প্রয়োজন মনে করলে এ নির্দেশিকার যে কোন অংশ সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করতে পারবে। নির্দেশিকার কোন বাক্য বা শব্দের অস্পষ্টতা থাকলে বা কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে ট্রাস্ট ব্যাখা প্রদান করবে। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন অথবা সকল আবেদনপত্র গ্রহণ অথবা বাতিল করার ক্ষমতা ট্রাস্ট সংরক্ষণ করে।

২৬.০২.২০২১

(নাসরীন আফরোজ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

নং-৩৭.২৪.০০০০.০০১.২২.০০২.১৮-৫৩

তারিখ: ১০ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সচিব, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত সচিব (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৭. অতিরিক্ত সচিব (সকল), কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. বিভাগীয় কমিশনার, ...(সকল)।
৯. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, নিউ বেইলি রোড, ঢাকা।
১২. জেলা প্রশাসক, ... (সকল)।
১৩. অধ্যক্ষ, ... (সকল)।
১৪. উপ-পরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (Establishment Division-এর ০৭/১২/১৯৭৩- এর Memo no. G-II/1G-1/73-514-এর Office Memorandum মোতাবেক গেজেটে প্রকাশের জন্য)।
১৫. উপ-পরিচালক (উপসচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা
১৬. সহকারী পরিচালক (সকল), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা।
১৭. জেলা শিক্ষা অফিসার, ...(সকল)।
১৮. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল)।
১৯. প্রোগ্রামার, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, থানমন্ডি, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২০. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ... (সকল)।
২১. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা।

RJahan
২৩/০২/২০২১
(রেজওয়ানা আক্তার জাহান)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
ফোন : ০২-৫৫০০০৪২৭
ই-মেইল : ad.admin@pmeat.gov.bd